যুগান্তর

তারিখ 11 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

আজ আদালতে যাচ্ছে ভর্তিচ্ছুরা

ঢাবির 'গ' ইউনিটের প্রশ্নপত্রে ভুল নিয়ে আন্দোলন অব্যাহত : বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল নিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ভর্তিচ্ছু ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। শনিবার দুপুরে তারা পুনঃ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন সংশোধন ও উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নসহ ৩ দফা দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। ভিসির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী এ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রক্টর বলেন, ২য় বছরের পরীক্ষায় প্রশ্ন ভুলের বিষয়টি দুঃখজনক। আগামীকাল ভিসি সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন। এদিকে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তারা আজ বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে পুনরায় রিট করবেন। তবে শনিবার রাতেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গত বৃহস্পতিবারের মতো শনিবারও পুনঃ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন সংশোধন ও উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন, প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধন ফলাফল তালিকায় যারা সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তৃতীয় ফলাফলে যেখা তালিকায় আসেনি তাদের সবাইকে ভর্তির সুযোগ, ঘটনার সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ভোগ ভোগকারী শিক্ষার্থীদের সঠিক সমাধানের দাবিতে আন্দোলন করে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। শনিবার দুপুরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন শেষে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে ভিসি বরাবর স্মারকলিপি দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা : শনিবার 'গ' ইউনিট পুনঃ ভর্তি পরীক্ষা কমিটির কোর কমিটির এক সভা প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২-৩ ক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা সিনিয়র অধ্যাপকদের দ্বারা প্রণয়ন এবং সমন্বয় করা হয়। টাইপ ও মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় নীতির প্রশ্নপত্রে দু'একটি বিচ্যুতি রয়ে যায়। তবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগেই পরীক্ষা কমিটির কাছে তা ধরা পড়ে। ফলে এক্ষেত্রে পরীক্ষায় অবতীর্ণ সব শিক্ষার্থীর স্বার্থ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর একাধিকবার যাচাই-বাছাই শেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই পরীক্ষার ফলাফল যথার্থভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের ৬ দিন পর তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল রয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একটি মহল ব্যক্তিগত রেষারেষি, বিদ্বেষ ও হীনউদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্রে ভুল আবিষ্কারে নিজেদের নিয়োজিত করে এবং ৮-১০টি ভুল হয়েছে বলে প্রচারণা চালায়। এটি খুবই অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি প্রশ্নের ব্যাখ্যাও দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহলবিশেষের প্রচারণা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও যথাশিগগিরই 'গ' ইউনিটের শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত শুরুর ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করেন।